বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঔষধ
পাইবার
বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন
প্রতিষ্ঠাতা—কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়
বি-এ, কবিরত্ন।
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত
পক্ষাঘাতের তৈল ঔষধ
এক মাস ব্যবহারোপযোগী তৈল ঔষধের
মূল্য ১৬৲ ষোল টাকা
চ্যবনপ্রাশ /১ সের ১০৲ মকরধ্বজ ১ তোলা ৬৲
দশভুজা ঔষধালয়
মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত
কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ড, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান
ডি, এস, বোর্ড)
মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২রা পৌষ বুধবার ১৩৫৩ ইংরাজী 18th Dec. 1946 | ৩০শ সংখ্যা

আপনার
কম খরচার খাজাঞ্চী
ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
করপোরেশন লিমিটেড
হেড অফিস
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম: ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ
ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট,
বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ,
আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়
জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।
জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।
নূতন বীমা—১৯৪৫
১২ কোটী টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস: কলিকাতা

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা পৌষ বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

রঘুনাথগঞ্জ চাউলের বাজারে আইনের জোয়ার ভাটা

জঙ্গিপুর মহকুমা রঘুনাথগঞ্জে মিউনিসিপালিটীর ৫নং ওয়ার্ডে অনেকগুলি চাউলের আড়ত আছে। দুই একজন ছাড়া অধিকাংশ আড়তদারের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় এই আড়তদারী। ইহাদের মূলধন খুব কম। ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী রাঢ় দেশের গ্রামবাসী মুসলমান কৃষকগণ গোগাড়ী বা বলদের পিঠে বোঝাই দিয়া এই সব আড়তে নিয়মিত-ভাবে চাউল আমদানী করে। জঙ্গিপুরের অধিবাসিগণের মধ্যে যাহাদের জমি জমা নাই, তাহাদের সকলকেই এই সব আড়ত হইতে বাজার দরে চাউল কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। স্থানীয় হোটেলগুলি ও স্কুলের হোষ্টেলের চাহিদা এই সব আড়তদার মিটাইয়া থাকে। গত যুদ্ধের সময় যখন চাউল টাকায় ৵১০ সের দরেও কিনিতে হইয়াছে, তখনও কোন ক্রেতাকে চাউল কিনিতে আসিয়া খালি হাতে ফিরিতে হয় নাই। কিছুদিন হইতে বাজারে চাউল এই আছে এই নাই। আমদানী হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল—কোনও সরকারী কর্ম্মচারী মৌখিক আদেশ দিয়াছেন, সরকার যখন ইচ্ছা নূতন চাউল ৯৲ ও পুরাতন চাউল ১০৲ টাকা দরে কিনিয়া লইবেন—বেশী দর দিয়া চাউল কিনিলেও এ দরে দিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই ভয়ে চাউল আমদানী হয় না। যাহারা দিন কিনে দিন খায় তাদের কি অবস্থা! আবার একদিন হঠাৎ খুব আমদানী—কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল—সে হুকুম উঠিয়ে নিয়ে বাজার দরে কেনা বেচার হুকুম হইয়াছে। কয়েক দিন আগে আড়তে প্রচুর চাউল মজুত আছে, ক্রেতা কিনিতে গেলে আড়তদার বলে—ও সব চাউল "সিজ" (আটক) করা আছে, বেচিবার হুকুম নাই, আমাদের কাছে লিখে নিয়ে গেছেন অফিসার। মজুত চাউল কম হইলে বিপদ হইবে। কাজেই বেচিতে পারিবে না। আড়তদারগণ অধিকাংশই স্বল্পাক্ষর। দিন চারেকের কথা—একজন অফিসার কয়েক গাড়ী চাউল ধরিয়া আনিয়া এক আড়তে দিয়া সাধারণকে টাকায় ৵৩৸০ পৌনে চার সের দরে বিক্রয় করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। পঙ্গপালের মত ক্রেতা আসিয়া হাজির হইল। অন্ধকার হওয়ায় পর দিন প্রাতে আবার চাউল পাইবে শুনিয়া ক্রেতারা অনেকে প্রাতঃকালের অপেক্ষায় ফিরিয়া গেল। যে দোকানদার চাউল বিক্রয়ের নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন, রাত্রি ১২টা ১টার সময় এক বাড়ীতে ১০ বস্তা ও এক দোকানে ৮ বস্তা চাউল সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই চাউল বিক্রয় যাহা হইল তাহাতে অনেককে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইল। পরদিন ঐ ব্যাপার প্রকাশ হওয়ায় ১০ বস্তা চাউল গোপন স্থান হইতে আনিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, মহকুমা কণ্ট্রোলার এবং অন্য দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী স্বচক্ষে দেখিয়া সব অবগত হইয়া গিয়াছেন। তখন বহু লোক সমাগম হইয়াছিল, দুই একজন লোক কর্ম্মচারীর মধ্যে কাহারও কাহারও দুর্নীতির কথা বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। জীবনধারণের প্রধান উপকরণ চাউলের বাজারে যদি এই প্রকার খামখেয়ালী চলে তবে লোক পয়সা থাকিতেও উপবাস করিতে বাধ্য হইবে। মধ্যে কয়েক জন গাড়োয়ানের চাউল আটক করিয়া রাখা হয়, ৩।৪ দিন পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ সব চাউল কোন্ অপরাধ দেখিয়া ধরা হইল এবং হয়রাণ করিয়া কোন্ গুণেই বা ছাড়া হইল ইহার আবিস্কার কে করিবে? মোট কথা আমরা বাজারে লোকে যাহাতে তাহাদের দৈনন্দিন চাউল অনায়াসে পাইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। আজ পৌষ মাস, আজ যদি চাউলের জন্য এই কষ্ট পাইতে হয় তাহা হইলে, "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"। চাউল "সিজ" করিবার ক্ষমতা কোন্ কোন্ কর্ম্মচারীর আছে, তাহা আড়তদারগণকে জানাইয়া দিলে বোধ হয় যখন তখন যার তার আদেশে চাউল বিক্রয় বন্ধ না করিলে সাধারণের অসুবিধ ঘটিবে না।

জঙ্গিপুর উকিল সভার উদ্দেশে

আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত ব্যঙ্গ-চিত্রে উক্ত সভার সভ্যগণের চিত্তে আঘাত লাগিয়াছে জানিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। কর্ম্মকারের কর্ম্মশালায় মৃত চর্ম্মের নিঃশ্বাসে লোহার মত কঠিন পদার্থও ভস্মীভূত হয়। আমাদের পিতৃ-পিতৃব্য-সাদরপ্রতিম ব্যক্তিগণের তপ্তশ্বাস যে আমাদের পক্ষে আয়ুরারোগ্য-ধনবৃদ্ধি-যশস্কর হইবে না এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। অতএব আমরা তাঁহাদের পাত্রভেদে প্রণাম, নমস্কার (আদাব) ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আমাদের উপর তাঁহাদের উষ্মা ও অসন্তুষ্টি পরিহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালন-সমিতির গত অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠ আগামী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। ছাত্রগণের ভর্ত্তি-ফিঃ দিতে হইবে না। প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যায়াম ফিঃ বাদে মাসিক ২৷৷০ টাকা হিসাবে বেতন দিতে হইবে।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়

এই বালিকা বিদ্যালয়টী কবে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা না জানিলেও ইহা যে ৫০।৫৫ কি ৬০ বৎসর ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা স্বর্গীয় গোপীমোহন দাস (গোপী পণ্ডিত নামে অভিহিত) মহাশয়কে নিম্ন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে দেখিয়াছি। এই বালিকা বিদ্যালয়ের তদানীন্তন ছাত্রীরা এখন মাতামহী ও পিতামহী। কালক্রমে দানবীর লালগোলাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের প্রদত্ত বর্ত্তমান অট্টালিকায় স্থানলাভ করিয়া উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে ইহা মধ্য ইংরাজী

বিদ্যালয়ে পরিগণিত হইয়াছে। ইহা স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকামী উৎসাহী ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টা ও উদ্যমের ফল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৭

১৯৪৬ সালের ডিক্রীজারী

৬৬১ খাং ডিঃ প্রবোধকৃষ্ণ সেনগুপ্ত দেং ভূষণচন্দ্র কোটাল দিং দাবি ১৬৷৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকন্দরা ১৬ শতকের কাত ৩৷৷০ আঃ ১৪৲ থং ১৩৪৬ রায়ত কোফা

৭০৮ খাং ডিঃ অজিতকুমার রায় দিং দেং সানু সেখ দিং দাবি ২৮৷৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ১২ শতকের কাত ৪৲৯ আঃ ২০৲ থং ১৬৪

৭০৯ খাং ডিঃ ঐ দেং মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দাবি ৩২৲৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী ১-৬৩ শতকের কাত ৬৷৶৬ আঃ ২৫৲ থং ৪০২

৭১১ খাং ডিঃ ঐ দেং কুলেশচন্দ্র উপাধ্যায় দিং দাবি ১৫৸৯ মৌজাদি ঐ ২৩ শতকের কাত ১৷৷১৫ আঃ ১০৲ থং ৩৭৮

৬৮৮ খাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেং রমণীকান্ত রায় দাবি ১৫৲ থানা সুতী মৌজে হাপানিয়া ২৮৷৷০ শতকের কাত ৸৲১৬৸০ আঃ ৯৲ থং ২৮৮

৬৮৫ খাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং একরাম মিশ্র দাবি ৮৷৩ থানা সুতী মৌজে শ্যামপুর ১৯ শতকের কাত ।৶০ আঃ ৫৲ থং ২৯ রায়ত স্থিতিবান

৬৯৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং দাবি ২০৷৷৶৬ মৌঃ ঐ ১-১৩ শঃ কাত ২৷৬ আঃ ১৫৲ থং ৪৫ অধিনস্থ থং ৪৬ মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী খাজনা বৃদ্ধির যোগ্য

৬৮৬ খাং ডিঃ ঐ দেং গোপালচন্দ্র দাস দিং দাবি ৭৷৬ থানা ঐ মৌজে ভাবকী ৪৭ শতকের কাত ৸৲০ আঃ ৩৲ থং ৭৫৪ রায়ত স্থিতিবান

৬৮৭ খাং ডিঃ ঐ দেং শ্রীনিবাস মণ্ডল দিং দাবি ৯৲০ থানা ঐ মৌজে মানিকপুর ৭০ শতকের কাত ৷৶৫ আঃ ৭৲ থং ১৫৭ ঐ স্বত্ব

৬৮৯ খাং ডিঃ ঐ দেং রমণীকান্ত রায় দাবি ২১৷৶৬ থানা ঐ মৌজে দফাহাট ৪৫ শতকের কাত ১১৲১৫ আঃ ১২৲ থং ২০৯ ঐ স্বত্ব

৬৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দিং দাবি ৩৬৸৩ থানা ঐ মৌজে ইচলিপাড়া ৬৭ শতকের কাত ৪৸৶৫ আঃ ৩০৲ থং ২৪২ ঐ স্বত্ব

৬৯৯ খাং ডিঃ ঐ দেং আশুতোষ দাস দিং দাবি ১০৸৬ থানা ঐ মৌজে গাজিপুর ২৮ শতকের কাত ১৷৷০ আঃ ৮৲ থং ২১৪ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৭

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

১১৩ খাং ডিঃ মহারাজ বাহাদুর সিংহ দেং গোবিন্দদাস নাথ দিং দাবি ১২৭২৷৶৬

জেলা মুর্শিদাবাদ কালেক্টারী ৭২নং তৌজির মহাল ডিঃ সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জের অধীন পরগণে গনকর তরফ গাদীর সামিল কিসমত ধলো, ভূমিহর, পাইকরা, ব্রাহ্মণপাড়া ও আমগাছি মৌজা প্রভৃতি বিবাদী বাদীর অধীনে ২৩৮৸৶৭৷৷০ পাই টাকা জমায় দখলিকার আছে। উক্ত পত্তনী জমা বিবাদী বাদীর ও সারক মোকাবিলা বিবাদীর অধীনে সালিয়ানা জমা ৯৫৸৶৬ টাকা জমায় দখলিকার আছে। উক্ত ষোল আনা জমা নীলাম হইবে, আঃ ৮০০৲ বহরমপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৫১৮নং খাজনা ১৯৪৫ বাদী মহারাজ বাহাদুর সিংহ বঃ বিবাদী গোবিন্দদাস নাথ দিং নামে ১২৩৭৲ টাকা দাবি ও খরচা ২০০৲ টাকা মোট ১৪৩৭৲ টাকা দায় সংযোগ সহ নীলাম হইবে।

১৮১ খাং ডিঃ হীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং মুনিয়া মণ্ডলানী দাবি ৩১৷৶০ থানা ফরক্কা মৌজে খাপড়া ৩৲০ জমির কাত ৪৷৲১০ আঃ ৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

৪৩২ খাং ডিঃ ঐ দেং ডুবু মণ্ডল নাবালক পক্ষে অলি মাতা ময়া মণ্ডলানী দাবি ২৫৷৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দেওয়া নাই ২৲২৷৷ জমির কাত ৩৷০ আঃ ১০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই

১৯৪৬ সালের ডিক্রীজারী

১৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং গুরুচরণ ঘোষ দিং দাবি ১৬৸৶৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দিঘরি ১-১৮ শতকের কাত ১৷৷৶৩ আঃ ৫৲ থং ১৫৩৪

৫২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ধীরেন্দ্রনাথ সাহা দিং দাবি ১০৷৷৶৩ থানা ঐ মৌজে অনুপনগর ৬ শতকের কাত ৷৷০ আঃ ৫৲ থং ৯৬০

৫২৪ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দেং নগেন্দ্রনাথ সিংহ দিং দাবি ৪৩৲৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৮৬ শতকের কাত ৭৲ আঃ ১৫৲ থং ২০৪৮

চিকিৎসকের পরলোক

জঙ্গিপুরের ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতদঞ্চলে সকলেরই পরিচিত। গত রবিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ডাক্তার বাবুর শরীর রুগ্ন হইলেও তিনি রীতিমত এ গ্রাম সে গ্রাম গিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন। এদিনও রাত্রি আটটায় রোগীর চিকিৎসা করিয়া বাড়ীতে যথারীতি আহারাদি করিয়াছিলেন। বক্ষে অল্পক্ষণ যাতনা অনুভব করিয়া চিকিৎসক বা বন্ধুবান্ধবকে ডাকিবার পূর্ব্বেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বসন্ত বাবুর মাতুল মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ স্বর্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যখন জঙ্গিপুরের মুন্সেফ তখনই বসন্ত বাবু জঙ্গিপুরে আসেন। তদবধি তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে ও পরিশ্রমের গুণে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সহরের গণ্যমান্যগণের অন্যতম হইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতকুমার ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় আছেন। পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কয়েকটী অল্প বয়স্ক সন্তান পিতার অন্তিম শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। নিদারুণ অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র জঙ্গিপুরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শবদেহ সম্মান ও মর্য্যাদার সহিত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ ও তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ